

কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে পুষ্টিসেবা চালু রাখার নির্দেশিকা

জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস)
জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

জুন ২০২০



সূচিপত্র:

১. পটভূমিঃ	৩
২. বিভিন্ন স্তরে/ পর্যায়ে যে সকল পুষ্টিসেবা দিতে হবে	৪
৩. সেবা প্রদানের পদ্ধতিঃ	৭
৩.১) সার্বিক সতর্কতা	৭
৩.২) পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ	৭
৩.৩) শ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রমোশন	৮
৩.৪) মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান	৮
৪. কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ের মূল বার্তা	৯
৪.১ সাধারণ সতর্কতা	৯
৪.২ গর্ভবতী মহিলা	৯
৪.৩ দুগ্ধদানকারী মা	১০
৪.৪ শিশু	১০
৫. প্রয়োজনীয় সরবরাহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	১১
৬. সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম ও সেক্টর সমূহের সাথে সমন্বয় বজায় রাখা	১২
৭. মনিটরিং এবং রিপোর্টিং	১২
৮. কোভিড- ১৯ থেকে নতুন-স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উত্তরণ	১৩
৯. References:	১৩



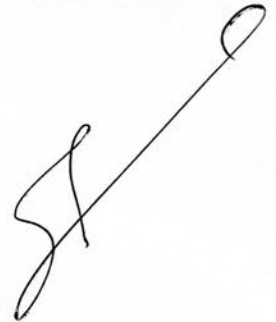
১. পটভূমিঃ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিস্তারের সাথে সাথে, বাংলাদেশ সরকার জনসাধারণের জীবন বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, স্তন্যদানকারী মা এবং পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসেবা সহজলভ্য করা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সামাজিক দূরত্ব বহাল রাখার জন্য সরকার জনসমাগম নিয়ন্ত্রন এবং সীমিত আকারে ব্যাবসা বাণিজ্যের অনুমোদনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংক্রমণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে লকডাউন একটি কার্যকর পদ্ধতি হলেও, এটি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও প্রয়োজনীয় সেবাসমূহকে ব্যাহত করে।

সেবা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যেই কোভিড-১৯ সংক্রমণ আতংকের কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যেহেতু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রদান করা হয় তাই জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এর তহাবধানে পুষ্টি সংক্রান্ত সেবাসমূহও সমানভাবে ব্যাহত হচ্ছে। DHIS2 এর তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে মা ও শিশুদের সেবা গ্রহনের প্রবণতা ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিল মাসের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে। এই সংখ্যা শিশুদের ক্ষেত্রে ৪৬ শতাংশ ও মায়াদের ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে, একইরকম ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও, এই মহামারীটি মানুষজনের মধ্যে পুষ্টিহীনতার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে কারণ, শহরে বসবাসকারী বস্তিবাসীসহ নিম্ন আয়ের জনগণ, যারা দৈনিক বা মাসিক সামান্য আয়ের উপর নির্ভরশীল, তাদের আয়ের উৎসগুলো কমে যাওয়ায় খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগতমান উভয়দিকেই ঘাটতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সেবাকেন্দ্রসমূহে পুষ্টিসেবা গ্রহনের হার কমানোর সাথে সাথে, জনগণের মধ্যে পুষ্টি সংক্রান্ত যথাযথ চর্চা ও অভ্যাসেরও অবনতি ঘটানোর আশঙ্কা রয়েছে, যেটি সবচাইতে ঝুঁকির মধ্যে থাকা নারী ও শিশুদের উপর প্রভাব ফেলবে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের ভয়ে মাতৃদুগ্ধ প্রদান হ্রাস পেয়ে বাজারজাত শিশুখাদ্য ও অন্যান্য বিকল্প খাবারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে। লকডাউন এবং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে খাবারের মূল্যবৃদ্ধি শিশুদের পরিপূরক খাদ্য গ্রহনের অবনতি ঘটাতে পারে।

কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট এই জটিল পরিস্থিতিতে পুষ্টিসেবা প্রদান সচল রাখা অত্যন্ত জরুরী এবং কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতীয় পুষ্টিসেবা দেশের স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্যবস্থাপকদের জন্য নির্দেশিকা প্রকাশ করছে, যাতে করে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েও জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিসেবা সচল থাকে। এখন অধি প্রাপ্ত নথীভুক্ত প্রমাণাদি ও আন্তর্জাতিক তথ্যাদির সার সংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে এই নির্দেশাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের পুষ্টি ব্যবস্থার অবনতি রোধ করতে এই নির্দেশাবলী মেনে চলা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।



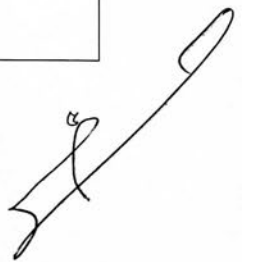
২. বিভিন্ন স্তরে/ পর্যায়ে যে সকল পুষ্টিসেবা দিতে হবে
নিম্নে ছকের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে/পর্যায়ে ন্যূনতম পুষ্টি সেবা কার্যক্রমসমূহ যেভাবে পরিচালনা করা হবে তা দেয়া
হল।

সেবা প্রদানের স্তর / পর্যায়	পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা সমূহ
<ul style="list-style-type: none"> কমিউনিটি পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী যারা সরাসরি সেবা প্রদান করে থাকে যথাঃ স্বাস্থ্য সহকারি (HA), পরিবার পরিকল্পনা সহকারি (FWA) এবং মাল্টিপারপারস ভলান্টিয়ার ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র শহরাঞ্চলে পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সেবা প্রদানকারী (স্থানীয় সরকার বিভাগ/সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত) শহর ও গ্রামে প্রাইভেট/এনজিও কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমসমূহ (মাঠ পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী/ স্বাস্থ্যকর্মী) 	<p>মায়ের পুষ্টি:</p> <ul style="list-style-type: none"> পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ/কাউন্সেলিং <ul style="list-style-type: none"> পর্যাপ্ত খাদ্য বৈচিত্র্য (বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার), পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ (দিনে মূল খাবার ৩ বার এবং ২ বার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি পুষ্টিকর খাবার বা গর্ভাবস্থায় প্রতিবার খাবারের সাথে এক মুঠ করে খাবার বেশি গ্রহণ করা) নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ (অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি, লবন, চর্বিযুক্ত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে হবে)। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন আয়রন এবং ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট / বডি গ্রহণ। গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম (দিনে কমপক্ষে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম এবং রাতে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো) এর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। শিশু জন্মানোর এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। <p>শিশু পুষ্টি:</p> <ul style="list-style-type: none"> পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ/ কাউন্সেলিং <ul style="list-style-type: none"> জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। দু'বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর বয়স অনুযায়ী সময়মত ঘরে তৈরি পারিবারিক সুস্বাদু খাবার প্রদান করা। কোভিড-১৯ মহামারী সময়কালে পরিপূরক খাবার প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা (নিম্নে দেখুন)। নিরাপদ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস বিশেষ করে পঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অবশ্যই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া। বিকল্প শিশু খাদ্যের ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরা এবং জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করা। নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ (অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি, লবন, চর্বিযুক্ত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে হবে)। নিয়মিত শিশুর ওজন পর্যবেক্ষণ এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া।
<ul style="list-style-type: none"> কমিউনিটি ক্লিনিক {কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP)} ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) 	<p>মায়ের পুষ্টি:</p> <ul style="list-style-type: none"> পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ/কাউন্সেলিং <ul style="list-style-type: none"> পর্যাপ্ত খাদ্য বৈচিত্র্য (বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার), পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ (দিনে মূল খাবার ৩ বার এবং ২ বার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি পুষ্টিকর খাবার বা

8



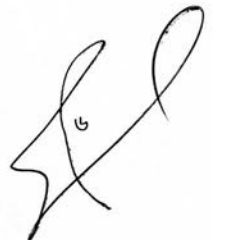
<ul style="list-style-type: none"> • ইউনিয়ন উপ-কেন্দ্র/ইউনিয়ন সাব-সেন্টার (USC) • আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রোজেক্ট (UPHCSDP) ক্লিনিক • প্রাইভেট/শহর ও গ্রামে এনজিও কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র 	<p>গর্ভাবস্থায় প্রতিবার খাবারের সাথে এক মুঠ করে খাবার বেশি গ্রহণ করা)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ (অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি, লবন, চর্বিযুক্ত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে হবে)। ○ গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন আয়রন এবং ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট / বড়ি গ্রহণ। ○ গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম (দিনে কমপক্ষে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম এবং রাতে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো) এর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। ○ শিশু জন্মানোর এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। ■ আয়রন ও ক্যালসিয়াম আয়রন বড়ি গ্রহণ (ANC-র সময়)। ■ গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ওজন পর্যবেক্ষণ (ANC-র সময়)। ■ গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের পর কুমিনাশক বড়ি গ্রহণ। <p>শিশু পুষ্টিঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ/ কাউন্সেলিং ○ জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। ○ দু'বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর বয়স অনুযায়ী সময়মত ঘরে তৈরি পারিবারিক সুস্বাদু খাবার প্রদান করা। ○ কোভিড-১৯ মহামারী সময়কালে পরিপূরক খাবার প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা (নিম্নে দেখুন)। ○ নিরাপদ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস বিশেষ করে পঁচাটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অবশ্যই হাত সাবান দিয়ে ধোয়া। ○ বিকল্প শিশু খাদ্যের ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরা এবং জোরালোভাবে নিবৃত্তিসাহিত করা। ○ নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ (অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি, লবন, চর্বিযুক্ত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে হবে)। ○ নিয়মিত শিশুর ওজন পর্যবেক্ষণ এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। ■ মায়ের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান, যেমনঃ শিশুকে মায়ের বুকের সাথে রাখা (skin to skin contact) এবং ক্যাঙ্কারু মাদার কেয়ার। ■ গ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রোমোশন (MUAC এবং ইডিমা পর্যবেক্ষণ করে তীব্র অপুষ্টি সনাক্ত এবং রেফার করা)। ■ ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের জন্য ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রদান করা। ■ ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় জিংক প্রদান করা। ■ টিকাদান কর্মসূচী। ■ প্রয়োজনবোধে যথাযথভাবে উপজেলা বা জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে রেফার করা।
<ul style="list-style-type: none"> • উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (UHC) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো



	<ul style="list-style-type: none"> ■ আইএমসিআই এবং স্যাম কর্নারে তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য ব্যবস্থাপনা।
<ul style="list-style-type: none"> • জেলা হাসপাতাল • মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল • বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রাইভেট/এনজিও কর্তৃক পরিচালিত জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতাল 	<ul style="list-style-type: none"> ■ উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো ■ তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য ব্যবস্থাপনা। ■ ডেলিভারি সেবার ক্ষেত্রে কোভিড এবং নন-কোভিড উভয় মায়ের ক্ষেত্রেই ব্রেস্ট ফিডিং নিশ্চিত করা। ■ বেবী ফ্রেন্ডলি হসপিটাল ইনিশিয়েটিভ (BFHI)-এর নীতিসমূহ এবং “মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩” (পরিশিষ্ট-১) মেনে চলা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য / টীকা:

- ক). যদি সম্ভব হয়, মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কাউন্সেলিং দেয়া যেতে পারে।
- খ). কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট বিশেষ আইইসি উপকরণগুলি যথাযথ ব্যবহার করতে হবে (পরিশিষ্ট-৩ দেখুন) ।



৩. সেবা প্রদানের পদ্ধতিঃ

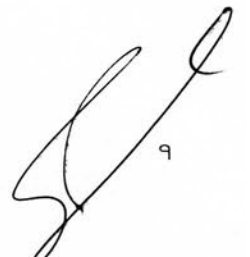
নিম্নে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সেবাসমূহ প্রদানের বিকল্প সেবাদান পদ্ধতি সম্পর্কে দেয়া হলঃ

৩.১) সার্বিক সতর্কতা

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি স্তরে যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী সেবাগ্রহীতাদেরকে সরাসরি সেবা প্রদান করে থাকে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে (পরিশিষ্ট-২)।
- সেবাকেন্দ্রে হাত ধোয়ার সকল সরঞ্জামাদি যথা সাবান এবং পানি; হ্যান্ড স্যানিটাইজার সংরক্ষণ এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- সেবাকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে সকল স্বাস্থ্যকর্মী, সেবাগ্রহীতা/রোগী এবং তাদের সাথে আগত ব্যক্তিবর্গের সঠিকভাবে হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- সেবা প্রদানের রুম/স্থান, অপেক্ষা করার রুম/স্থান অথবা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যে কোন স্থানে সকলের মধ্যে কমপক্ষে ৩ ফুট বা ১ মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- সেবাকেন্দ্রে সেবাগ্রহীতাই আসবেন এবং প্রয়োজনবোধে তার সাথে একজন আসতে পারেন।
- সেবাকেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী যথাসম্ভব অতি অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সেবাসমূহ প্রদান করতে হবে যাতে সেবা গ্রহণকারীর অল্প সময় অপেক্ষা করতে হয়।
- সুবিধা অনুযায়ী মোবাইল বা অনলাইন এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক কাউন্সেলিং/পরামর্শ বা সেবা প্রদান সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।
- আয়রন ট্যাবলেট (IFA), ক্যালসিয়াম এবং অন্য সকল অনুপুষ্টি সাল্টিমেন্ট সমূহ দুই মাসের জন্য সরবরাহ করতে হবে।
- শিশু তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হলে বা অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগলে এবং গর্ভবর্তী মায়েদের মধ্যে বিপদ চিহ্ন দেখা গেলে যথাযথ উচ্চ স্তরের সেবাকেন্দ্রে রেফার নিশ্চিত করতে হবে।
- সন্দেহভাজন কোভিড-১৯ রোগীদের নিকটতম সেবাকেন্দ্রে রেফার নিশ্চিত করতে হবে যেখানে পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে।

৩.২) পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ

- বুকের দুধ পান করা বা না করা সকল শিশুর জন্য উপযুক্ত এবং নিরাপদ খাবারের সুরক্ষা, প্রচার এবং সহায়তায় জোর দিতে হবে। নবজাতক, শিশু এবং মাতৃ পুষ্টি সম্পর্কিত মূল বার্তা নিচে দেয়া হয়েছে।
- হাত ধোয়া এবং মাস্ক ব্যবহারের মত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে করলে কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধ করা যায় এই বিষয়টি যতগুলো মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভব সেগুলোর মাধ্যমে বেশি করে প্রচার করতে হবে।
- কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য যে সকল আইইসি ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে প্রয়োজনবোধে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে (পরিশিষ্ট-৪)।
- স্বাস্থ্যকর সুশম খাবার এবং রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী খাবার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- প্রোটিন, ভিটামিন এ, সি, জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার এবং অন্যান্য অনুপুষ্টি সমূহের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে হবে। (পরিশিষ্ট-৩ এবং ৪)



- অসংক্রামক রোগ যেমন: ডায়েবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত ওজন, স্থূলতা এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করতে অতিরিক্ত লবণ, চিনি, চর্বি, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবংকোমল পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
- শরীর/দেহে ভিটামিন ডি এর চাহিদা পূরণের জন্য কমপক্ষে ৩০ মিনিট সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে সূর্যালোকের সংস্পর্শে থাকার পরামর্শ দিতে হবে।
- পরামর্শের জন্য মোবাইল বার্তা, মোবাইল বার্তার এপস এবং ফোন বা অনলাইনের যে কোন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৩) গ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রোমোশন

- গ্রোথ মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে যাদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকের দিতে হবে,
 - ২ বছরের নিচের সকল শিশু
 - ২-৫ বছর বয়সের শিশু যখন অভিভাবক জানাবেন যে শিশুর পুষ্টি অবস্থার অবনতি হয়েছে
- গ্রোথ মনিটরিং করার সময় শিশুর সাথে কেবলমাত্র একজন অভিভাবক উপস্থিত থাকবেন।
- দুজন সেবাগ্রহীতার মধ্যে অবশ্যই শারীরিক দূরত্ব কমপক্ষে তিন ফুট বা এক মিটার থাকতে হবে।
- গ্রোথ মনিটরিং করার পূর্বে প্রত্যেক সেবাপ্রদানকারীর অবশ্যই ভালভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- শিশুদের ওজন এবং উচ্চতা/দৈর্ঘ্য মাপার যন্ত্র, MUAC মাপার টেপ প্রতিবার ব্যবহারের পর অবশ্যই নির্ধারিত জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- শিশুর মা বা অভিভাবককে MUAC মাপার বিষয়টি শিখিয়ে দেয়া যেতে পারে যাতে মা বা অভিভাবক শিশুর MUAC মাপতে পারেন।

৩.৪) মারাত্মক অগুপ্তিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান

- ভর্তি প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে (MUAC এবং ইউডিমা)।
- ভর্তি প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত করতে হবে (< 120 মিমি MUAC এবং ইউডিমা)।
- স্যাম ইউনিট/ওয়ার্ডে রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার মানদণ্ডসমূহ অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কর্মীদের অসুস্থতা নীতি কার্যকর করন, সনাক্তকরন ও ট্রায়াজ পদ্ধতি, আইসোলেশন স্থান চিহ্নিতকরণ, একাধিক স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ সীমাবদ্ধ করা এবং পরিচ্ছন্নতা নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- মায়ের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছতার দিকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে বিশেষ করে যখন শিশুর বাসনপত্র ধরা, শিশুকে মায়ের বুকের সাথে রাখা (skin to skin contact) বা বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়।
- স্যাম ইউনিট এর প্রতিটি বিছানার মধ্যে কমপক্ষে ২ মিটার ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।
- শিশুর প্রত্যক্ষ সেবাদানকারীর সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পরিদর্শন সংখ্যা কমাতে হবে।
- যত দূর সম্ভব সন্দেহভাজন বা কোভিড- ১৯ নিশ্চিত শিশু থেকে সুস্থ শিশুদের আলাদা স্থানে রাখা এবং নির্দেশিত IPC বিধিসমূহ প্রয়োগ করতে হবে।

৪. কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ের মূল বার্তা

৪.১ সাধারণ সতর্কতা

- কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঝুঁকি কমাতে ৫ টি বিশেষ সময়ে সাবান এবং পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে - (১) টয়লেট ব্যবহারের পর (মলমূত্রত্যাগ); (২) নবজাতক ও ছোট শিশুর মলমূত্র পরিষ্কারের পর; (৩) খাবার স্পর্শ করার আগে; (৪) শিশুকে খাওয়ানোর আগে; এবং (৫) খাবার প্রস্তুত অথবা কাঁচা মাছ-মাংস স্পর্শ করার আগে/পরে এবং নিরাপদ ভাবে খাবার প্রস্তুতের সময়।
- আপনি যদি অসুস্থ হন সেক্ষেত্রে সন্তান পরিচর্যাকালীন সময় অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- বাড়ির বাইরে থাকাকালীন সময় সর্বদা মাস্ক পরিধান করতে হবে।
- হাঁচি কাশির সময় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি (কাশি শিষ্টাচার) মেনে চলতে হবে।
- সাবান ও পানি দিয়ে খাবার তৈরীর স্থান এবং বাসনপত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। শিশুকে খাওয়ানোর জন্য পৃথক প্লেট/চামচ ব্যবহার করতে হবে।
- ভিটামিন এ, সি এবং জিংকের মতো খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, অতিরিক্ত চর্বি, চিনি, লবন যুক্ত খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অন্যদের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট বা ১ মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৪.২ গর্ভবতী মহিলা

- প্রতিটি গর্ভবতী মহিলার প্রসবকালীন চেকআপের (ANC) জন্য নিয়মিত নিকটতম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে যার মধ্যে রয়েছে ওজন বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, আয়রন (IFA)/ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রদান এবং পুষ্টির পরামর্শ।
- গর্ভবতী মহিলাদের দৈনিক ২ বার অতিরিক্ত খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। খাবার সুস্বাদু ও বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ হতে হবে। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিদিনের খাদ্য তালিকাটি অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট-৩)।
- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত চর্বি, চিনি, লবন যুক্ত খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন রাতে খাবারের পর ১ টি আয়রন ট্যাবলেট ও সকালে নাস্তার পর ১টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হবে।
- রাতে কমপক্ষে ৬-৮ ঘন্টা ঘুম, দিনে ২ ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণ এবং ভারী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রসবকালীন চেকআপের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাইরে থাকাকালীন সময় অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে। অন্যদের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট বা ১ মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে বারবার হাত পরিষ্কার করুন অথবা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে।
- ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।



- যদি কেউ জ্বর, ক্রমাগত কাশি বা শ্বাসকষ্টে ভুগেন তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি নাক, চোখ ও মুখে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নিকটতম কোন স্বাস্থ্যকর্মী/ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

৪.৩ দুগ্ধদানকারী মা

দুগ্ধদানকারী কোনো মা যদি কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত বা সন্দেহভাজন হন (বার্তার জন্য সংযুক্তি ২ দেখুন)

- মা যদি কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত বা সন্দেহভাজন হলেও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।
- কোভিড-১৯ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের উপস্থিতি বুকের দুধে এখনও পাওয়া যায়নি এবং বুকের দুধের মাধ্যমে সংক্রমণটির বিস্তারের কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি।
- বুকের দুধে রয়েছে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান এবং অ্যান্টিবডি যা শিশুর কোভিড- ১৯ এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- বুকের দুধ খাওয়ানো জন্য শিশুকে স্পর্শ করার পূর্বে সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করতে হবে।
- শিশুকে খাওয়ানো সময় মাস্ক পরিধান করতে হবে, বুকের দুধ খাওয়ানো সময় হাঁচি কাশির শিষ্টাচার কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

কোভিড -১৯ এর কারণে যদি কোনও মা বুকের দুধ খাওয়াতে অক্ষম / গুরুতর অসুস্থ হন

- শিশুকে বুকের দুধ গেলে খাওয়াতে হবে
 - বুকের দুধ গালার পূর্বে সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করতে হবে।
 - বুকের দুধের পাম্প এবং অন্যান্য বাসনপত্র প্রতিবার ব্যবহারের পর সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
 - শিশুকে খাওয়ানোর পূর্বে পরিচর্যাকারীকে সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার ও মাস্ক পরিধান করতে হবে ।
- যদি বুকের দুধ গেলে খাওয়ানো সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অন্য কোনো দুগ্ধদানকারী মা যিনি সুস্থ তাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর অনুরোধ করা যেতে পারে (দুধ-মা)।
- যদি অন্য কোনও বিকল্প না পাওয়া যায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্বল্প সময়ের জন্য কৌটার দুধ দেয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে তা সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বাসনপত্র প্রতিবার ব্যবহারের পর সাবান ও পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে । এটি মনে রাখতে হবে যে, বাজারজাতকৃত দুধ নবজাতক এবং শিশুর জন্য সবদিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ।
- মা যখন সুস্থ হবে তখন পুনরায় বুকের দুধ প্রদান শুরু করতে পারেন ।

৪.৪ শিশু

- ৬ মাস (১৮০দিন) পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

- শিশুর ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার আগে পানি, অন্য যেকোনো তরল বা খাবার দেওয়া যাবে না এতে শিশুর ডায়রিয়াসহ অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। বুকের দুধে শিশুর তৃষ্ণা মেটাতে পর্যাপ্ত পানি থাকে।
 - শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে বয়স-উপযুক্ত, পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার শুরু করতে হবে, পাশাপাশি ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।
 - প্রতিদিন বৈচিত্রপূর্ণ খাবার খাওয়াতে হবে যেমন ডিম/মাছ/মাংস, ভাতের সাথে ঘন ডাল, খিচুড়ি, গাঢ় হলুদ/কমলা ফল/শাকসবজি এবং গাঢ় সবুজ শাক, দুগ্ধজাত খাবার, তেল/ঘি ইত্যাদি।
 - ৭-৮ মাস বয়সী শিশুকে প্রতিদিন ২৫০মিলি বাটির আধা বাটি করে দিনে ২ বার, ৯-১১ মাস বয়সী শিশুকে ২৫০ মিলি বাটির আধা বাটি দিনে ৩ বার এবং সাথে ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা, ১২-২৩ মাস বয়সী শিশুকে ২৫০ মিলি বাটির ১ বাটি দিনে ৩ বার এবং সাথে ২ বার পুষ্টিকর নাস্তা দিতে হবে (পরিশিষ্ট-৩)।
 - শিশুর জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করতে হবে, অতিরিক্ত চর্বি, চিনি, লবন যুক্ত খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
 - যদি নবজাতক বা ছোট শিশু কোভিড-১৯ বা অন্য কোনো রোগে সংক্রমিত হয় সেক্ষেত্রে মায়ের সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। বুকের দুধে রয়েছে সকল গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান এবং প্রতিরক্ষামূলক তরল যা শিশুকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে।
 - শিশুকে খাওয়ানো ও খাবার প্রস্তুতের পূর্বে সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করতে হবে। খাবার তৈরির স্থান এবং বাসনপত্র ভালভাবে সাবান ও পানি দিয়ে ধুতে হবে। শিশুকে খাওয়ানোর জন্য আলাদা বাটি/চামচ ব্যবহার করতে হবে।
৫. প্রয়োজনীয় সরবরাহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
- পুষ্টিসেবা চালুরাখার নির্দেশিকা
 - কোভিড-১৯ সম্পর্কে মূল বার্তা
 - ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পরিশিষ্ট ২)
 - পানি, সাবান এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার
 - IFA, ক্যালসিয়াম, জিংক, ভিটামিন-এ, ওআরএস এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট
 - MUAC, ওজন এবং উচ্চতা মাপার স্কেল
 - থার্মোমিটার এবং রক্তচাপ পরিমাপের মেশিন
 - তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরবরাহ (থেরাপিউটিক খাবার, পুষ্টির কিটস ইত্যাদি)
 - পুষ্টি কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী (IFA, ক্যালসিয়াম, F ১০০/৭৫, পুষ্টি কিটস, একাধিক অনুপুষ্টি পাউডার) এবং জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী কমপক্ষে ২ মাসের জন্য মজুদ রাখতে হবে।

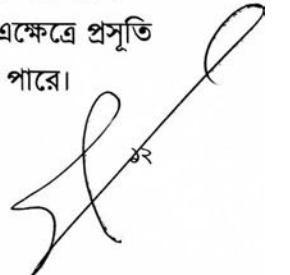


১১

৬. সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম ও সেক্টর সমূহের সাথে সমন্বয় বজায় রাখা
- বিদ্যমান সকল জনস্বাস্থ্য সেবার মাধ্যম পুষ্টি সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার করতে হবে (যেমন : EPI, মাল্টিপারপাস ভলান্টিয়ার ইত্যাদি)।
 - খাদ্য নিরাপত্তার অভাব আছে এবং পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণে সীমিত সুযোগ রয়েছে, এধরনের এলাকায় খাদ্য/নগদ সহায়তার যেসকল উদ্যোগ আছে তার সাথে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।
 - পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি করতে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সাথে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।
 - কোভিড-১৯ জরুরী অবস্থার সময় স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের (যেমন খাদ্য, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, স্থানীয় সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক) সাথে সমন্বয় করে পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হবে।
 - মূল বার্তাসমূহ প্রচারের জন্য স্থানীয় গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

৭. মনিটরিং এবং রিপোর্টিং

- বিদ্যমান রিপোর্টিং সিস্টেমটি ব্যবহার এবং নিয়মিত ভাবে ডেটা আপডেট করতে হবে।
- নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। অপুষ্টি এবং অতিরিক্ত ওজনের/স্কুলতার হার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা।
- মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সাপোর্টিভ সুপারভিশন জোরদার করতে হবে
 - প্রতি সপ্তাহে ফ্রন্টলাইন ম্যানেজারদের (HI,AHI,FPI) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাপোর্টিভ সুপারভিশন করতে হবে
 - নির্দেশনাপত্রে উল্লেখিত অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহের সাপোর্টিভ সুপারভিশন করতে হবে
 - তথ্যসমূহ রেকর্ড এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে সাপোর্টিভ সুপারভিশনের চেকলিস্টটি ব্যবহার করতে হবে (পরিশিষ্ট ৫)।
- বেবী ফ্রেন্ডলি হসপিটাল ইনিশিয়েটিভ (BFHI) উদ্যোগের আওতাধীন সকল সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহকে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সুরক্ষা, প্রচার ও সহায়তা করা নিশ্চিত করতে WHO'র নির্দেশনাবলী মেনে চলতে হবে।
- “মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩” যেন লঙ্ঘন না হয় তা নিশ্চিত করা (পরিশিষ্ট ১)। পুষ্টি ক্লাস্টারের মাধ্যমে বিএমএস কোড ২০১৩ আইন লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ সক্রিয় করতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রমাণাদি নথিভুক্ত করে আইপিএইচএন কে রিপোর্ট দিতে হবে। কোড লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট জাতীয় কর্তৃপক্ষ, পুষ্টি ক্লাস্টার/সেক্টর সমন্বয়ক এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণকে দিতে হবে।
- মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর কৃশকায় অবস্থার রিয়েল-টাইম মনিটরিং ও নজরদারিকে সমৃদ্ধশালী/ শক্তিশালী করতে হবে।
- এসএমএস-ভিত্তিক (র‍্যাপিড-প্রো) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পণ্যসমূহের অবস্থান আগে থেকে ধারণা করতে SOP অনুসরণ করতে হবে।
- স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ ও স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ সংশোধন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মী এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রসূতি পুষ্টির জন্য তৈরিকৃত CCTN এর সর্বশেষ উপকরণগুলোর সাথে এটি সংযুক্ত করা যেতে পারে।




৮. কোভিড- ১৯ থেকে নতুন-স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উত্তরণ

- যদি প্রসবকালীন ও প্রসবপরবর্তী সেবা বাদ যায় ও সম্পূরক খাবার গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে মা যখন পুনরায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসবে তখন তার হিমোগ্লোবিন এর মাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং রক্তস্বল্পতার ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে ।
- শিশুর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন/ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে যদি দীর্ঘ সময় বাধাগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে ভিটামিন এ সম্পূরক, ভিটামিন এ ক্যাম্পেইনের প্রয়োজন হতে পারে যা টিকা কর্মসূচি বা অন্য কোন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে করা যেতে পারে ।
- প্রাথমিক স্তর/পর্যায় সনাক্তকরণ যদি দীর্ঘ সময় বাধাগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে অসুস্থ শিশুর কৃশকায় অবস্থার নির্ণয় ,কৃশকায় অবস্থার যথাযথ সেবার প্রতি গুরুত্ব দেয়া, চিকিৎসা প্রদান ও রেফার করতে হবে ।

৯. References:

- 1) Joint statement on nutrition in the context of the COVID-19 pandemic in Asia and the Pacific. FAO, UNICEF, WFP and WHO; 17 April 2020:
<https://www.unicef.org/rosa/media/6666/file/Joint%20UN%20statement%20on%20nutrition%20in%20the%20context%20of%20COVID-19%2017%20April%20final%20signed.pdf.pdf>
- 2) Infant and Young Child Feeding in the Context of COVID-19:
<https://www.unicef.org/media/68281/file/IYCF-Programming-COVID19-Brief.pdf>
- 3) Frequently Asked Questions: Breastfeeding and COVID-19 for health care workers. World Health Organization, 28 April 2020: https://www.who.int/docs/default-source/maternal-health/faqs-breastfeeding-and-covid-19.pdf?sfvrsn=d839e6c0_1
- 4) Guideline on Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding in Facilities Providing Maternity and Newborn Services. World Health Organization 2017: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf;jsessionid=BCD2DB76E99543C6E9CA27F8C8156491?sequence=1>
- 5) Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context. World Health Organization, June 2020



১৩